Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানদিলা আরশ

রোলঃ 216020577

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কানদিলা আরশ

রোলঃ 216020577

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কানদিলা আরশ, আইডিঃ 216020577 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Kandila Arsh

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

কানদিলা আরশ

আইডিঃ 216020577

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পুরুষ বা নারী হিসেবে সৃজন করেছেন। যাদের দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা পুরুষ, যাদের দেহ ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা নারী। এটা শুধু বাহ্যিক যন্ত্রপাতির বিষয় না; পুরো প্রজননব্যবস্থার বিষয়। মানবজাতির খুব অল্প সংখ্যক মানুষ আছেন, যাদের প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি থাকে। বাহ্যিকভাবে তাদের দেহে জন্মগতভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায়। এ ধরনের মানুষকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় ইন্টারসেক্স (Intersex) বা আন্তঃলিঙ্গ শব্দ। আমাদের দেশের মানুষ সাধারণত হিজড়া বলতে মূলত ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের বুঝিয়ে থাকে। এর বাইরে তৃতীয় কোনো লিঙ্গ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেননি। আর এটাই ছিলো সর্বমহলে সমাদৃত। এভাবে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চললেও থেমে থাকেনি পশ্চিমাদের অপতৎপরতা। নতুন চিন্তা, নতুন মতবাদ হিসেবে এরা বিশ্বের সামনে উপস্থিত করে ট্রান্সজেন্ডার নামের এক নতুন বিকৃত যৌনচারের। কখনো বাধ্য করে, কখনোবা কৌশলে এই চিন্তাধারা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ নামে একটি ঈমান বিধ্বংসী ও শরীয়ত পরিপন্থী এমনকি গোটা মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক মতবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে। পাশ্চাত্যের অনেক দেশ, যেখানে এমনিতেই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ রয়েছে, তারাও এখন এ মতবাদের খপ্পরে পড়েছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতিগুলোর মুখোমুখি হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ চিন্তা-চেতনা ও এ ধরনের কাজ শুধু

আখেরাতের কঠিন আযাবেরই কারণ নয়; বরং তা গোটা মানবতার জন্যই হুমকি স্বরূপ। আমাদের এদেশেও কিছু কিছু প্রচার মাধ্যম, এনজিও এবং একটি চিহ্নিত ধর্মবিদ্বেষী শ্রেণি এ মতবাদের প্রচার-প্রসারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যার প্রভাব পড়েছে ক্ষমতাসীন মহলেও। এমনকি 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন ২০২৩ (খসড়া)' নামে একটি আইন সংসদে পাশের অপেক্ষায় রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ কী?

ট্রান্স মানে পরিবর্তন, জেন্ডার মানে লিঙ্গ। ট্রান্সজেন্ডার মানে লিঙ্গ পরিবর্তন বা রূপান্তর। শব্দ দ্বারাই বোঝা যায়, এখানে লিঙ্গ নিজে নিজেই পরিবর্তন হয়নি, বরং পরিবর্তন করা হয়েছে। ইংরেজি শব্দ (Transgenderism) এর বাংলা অর্থ হচ্ছে রূপান্তরকামিতা। রূপান্তরিত লিঙ্গ হলো সেসব ব্যক্তি, যাদের মানসিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন হতে ভিন্ন। রূপান্তরিত লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গ যদি তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে ডাক্তারি সাহায্য কামনা করে তবে তাদেরকে অনেকসময় রূপান্তরকামী নামে ডাকা হয়। ছেলে হয়ে জন্ম হওয়া একজন পরিপূর্ণ সুস্থ, সক্ষম যুবক পরবর্তীতে পুরুষ পরিচয় পরিবর্তন করে নারী পরিচয় গ্রহণ করা। অথবা মেয়ে হয়ে জন্ম হওয়া একজন সুস্থ, সক্ষম যুবতী নারী পরবর্তীতে পুরুষ পরিচয় গ্রহণ করার নামই হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ। (সূত্র: বিশ্ববিখ্যাত জার্ণাল, দি নিউ ইংল্যান্ড জার্ণাল অব মেডিসিন থেকে প্রকাশিত আর্টিকেল)।

বর্তমান বিশ্বে এ ট্রান্সজেন্ডারবাদ নামে নতুন একটি উদ্ভট মতবাদের সূচনা হয়েছে। যার মূল প্রতিপাদ্য হল, একজন পুরুষের যদি নিজেকে নারী বলে মনে হয়, তাহলে

সে নারী। অনুরূপ কোনো নারীরও যদি নিজেকে পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ। সমাজ ও আইন তাদেরকে সে হিসেবেই বিবেচনা করবে। আর তারা চিকিৎসার মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করারও অধিকার রাখে। যদিও তার ঋতু হয়, সে ১০০ ভাগ সুস্থও হয় এবং তার এই মনে হওয়ার ভিত্তিতে সে বিভিন্ন হরমোন ট্রিটমেন্ট আর অপারেশনের মাধ্যমে বদলে ফেলতে পারবে তার শরীরকে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের বক্তব্য এতোটাই বিচিত্র, এতোটাই বিদঘুটে যে প্রথম শোনার পর কেউ বিশ্বাসই করতে পারে না আদৌ এমন কোনো মতবাদ থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন হয়তো কোনো কারণে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। হয়তো এটা তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন। হয়তো এটা মানবিক বিবেচনা আর অধিকারের বিষয়। হয়তো লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া, নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দেওয়া মানুষের শারীরিক কোনো সমস্যা আছে।'

এই মতবাদ অনুযায়ী কোনো বালকের যদি 'মনে হয়' সে বালিকা অথবা কোনো বালিকার যদি মনে হয় সে বালক, তাহলে এই 'মনে হওয়া'র ভিত্তিতে সেই বালক কিংবা বালিকাকে চাহিবামাত্র হরমোন ট্রিটমেন্ট আর বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে কাটাকুটি করে নিজের শরীরকে বদলে ফেলার 'অধিকার' দিতে হবে। তার এই 'মনে হওয়া'র চিকিৎসা করা যাবে না, বরং বদলে দিতে হবে শরীরকে। এখানে তার এমন মনে হওয়ার জন্য তার মানসিক চিকিৎসা করা হবে না; বরং তার শরীরকে বদলে দিতে হবে। আর এই পরিবর্তনের স্বীকৃতি দিতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। হিজড়াদের মতো তারাও সহানুভূতি পাবে সমাজের চোখে। এই লিঙ্গ পরিবর্তনে আইনি জটিলতা

ও উত্তরাধিকারী সহ যাবতীয় সুরক্ষা প্রদানে আইন পাশ করানো, এটাই এক নযরে ট্রান্সজেন্ডারবাদ।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের উদ্দেশ্য

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের প্রধান দাবি হলো- 'জন্মগত দেহ যা-ই হোক না কেন, নিজেকে যে নারী দাবি করবে তাকে নারী বলে মেনে নিতে হবে, নিজেকে যে পুরুষ দাবি করবে তাকে মেনে নিতে হবে পুরুষ বলে, আইনি ও সামাজিকভাবে। মানুষ ইচ্ছেমতো পোশাক পরবে, ইচ্ছেমতো ওষুধ আর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বদলে নেবে নিজের দেহকে। আর কেউ যদি অস্ত্রোপচার না করেই নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, তাও মেনে নিতে হবে মুখ বুজে। রাষ্ট্র ও সমাজ কোনো বাধা দিতে পারবে না, বরং 'সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী' হিসেবে এ ধরনের মানুষকে দিতে হবে বিশেষ সুবিধা। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদম ছোটবেলা থেকে সবাইকে শেখাতে হবে যে, মানুষের মনটাই গুরুত্বপূর্ণ; দেহ না।'আপাতত কয়েকটি উদ্দেশ্যই সামনে আসছে:

১. সমকামিতাকে প্রমোট করা।

২. অবাধ যৌনাচার, ব্যভিচারকে প্রসার করা। কারণ ট্রান্স মতবাদ একবার কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এই ফিতনা যে প্রকোপ আকার ধারণ করবে সেটা বলাই বাহুল্য। কারণ তখন নারীর রূপ ধারণ করা পুরুষেরা নারীদের বেডরুম, টয়লেট ইত্যাদি সব জায়গায় অবাধে ঢুকে যাবে। বিদেশের জেলখানায় এমন ট্রান্স পুরুষ কর্তৃক নারীবন্দী ধর্ষিত হওয়ার ঘটনাও সদ্য সংবাদমাধ্যমে চাউর হয়েছে। সুতরাং জেলখানাতেই যদি

এমন হয়, বেডরুম আর টয়লেটে যে নারীরা সুরক্ষিত থাকবেন না, এটা প্রশ্নাতীত বিষয়।

৩. পশ্চিমা রীতিনীতি চালু করে ধর্মীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করা। কুরআন-সুন্নাহকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে খাহেশাতকে প্রমোট করা।

এর সবগুলোই একটা সমাজব্যবস্থাকে, একটা দেশকে গোড়া থেকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। কেউ কেউ এই মতবাদের বিরোধিতাকারীদেরকে মৌলবাদি, পাকিদের দোসর ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সত্য কথা হলো, হুজুরদের কথা একপাশে রেখে যদি দেশের সভ্য ও শিক্ষিত মানুষদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারব, ৯৯.৯৯% মানুষ এই মতবাদকে ঘৃণা করবে। কারণ, একজন সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ কখনোই এটা মানতে পারবে না যে, একজন পুরুষ তার লিঙ্গ কেটে ফেলে দিয়ে নারী দাবি করবে! বা লিঙ্গ কাটা ছাড়াই মনে মনে পুরুষ দাবি করে বসবে। এটা যেমন শরয়ী হুকুমের খেলাফ, তেমনি দুনিয়ার স্বাভাবিক রীতিনীতি ও সভ্যতারও বিপরীত। কারণ এই দাবির পুরোটাই মিথ্যা ও বানোয়াট।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের সূচনা

মূলত ১৯৯০ সালের পর থেকে ট্রান্সজেন্ডার তথা জেন্ডার আইডেন্টিটি শব্দটি একটি গোষ্ঠী বা আম্ব্রেলা টার্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা নন-বাইনারি ও এলজিবিটি-এর সমার্থক শব্দ। ১৯৬৫ সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাইক্রিয়াটিস্ট প্রফেসর John F. Oliven ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এটা (Transsexualismus) জার্মান শব্দ হিসেবে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রবর্তন হয়। এরপর এই শব্দের বিবর্তন ঘটে

Transsexual হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ছিল। শুরুর দিকে ট্রান্সজেন্ডার বলতে যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করতে হরমোন ও সার্জারির আশ্রয় নিত, তাদেরকে বোঝানো হত। ট্রান্সজেন্ডারের সংজ্ঞা এখন অনেক ব্যাপক; এমনকি যারা ক্রসড্রেসার (যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক ও বেশভূষা গ্রহণকারী অর্থাৎ ছেলে যদি মেয়েদের ড্রেস পরতে আকর্ষিত হয়)।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এটা বর্তমানে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা মেডিক্যাল প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে না; মনের ইচ্ছাধীন বিষয়। অর্থাৎ যে কেউ যে কোনো সময় নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিতে পারে। যেদিন থেকে কারো মনে হয় যে, সে জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ে আগ্রহী বা বিশ্বাসী নয়, সেদিন থেকে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দিতে পারে। —ট্রান্সজেন্ডারিজম মতবাদ এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপট, ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, পৃষ্ঠা: ৭-৮ মতবাদটির প্রভাবশালী এক প্রচারক সংস্থার ভাষায়—

"Transgender is a term used to describe people whose gender identity differs from the sex they were assigned at birth. Gender identity is a person's internal, personal sense of being a man or a woman (or boy or girl.) For some people, their gender identity does not fit neatly into those two choices. For transgender people, the sex they were assigned at birth and their own internal gender identity do not match. As part of the transition process, many transgender people are prescribed hormones by their doctors to

change their bodies. Some undergo surgeries as well. But not all transgender people can or will take those steps, and it's important to know that being transgender is not dependent upon medical procedures."

অর্থ : ট্রান্সজেন্ডার একটি পরিভাষা। যার দ্বারা এমন লোকদের বোঝানো হয়, যাদের লিঙ্গ পরিচয় তাদের জন্মের সময় নির্ধারণ হওয়া লিঙ্গ পরিচয় থেকে ভিন্ন। লিঙ্গ পরিচয় হল, সে কি পুরুষ, না নারী—এ ব্যাপারে তার মানসিক বোধ। আর এই শ্রেণির মানুষের সেই মানসিক বোধ তার জন্মের সময় যে লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ হয়েছিল এর থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। ...আর কিছু কিছু ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি হরমোন থেরাপি গ্রহণ করে থাকে, আবার তাদের কেউ সার্জারিও করে। তবে সব ট্রান্সজেন্ডার এগুলো করে না বা করতে পারে না। এবং এটি জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তন করে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া—কোনো চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল নয় (https://glaad.org/transgender/transfaq/)।

বর্তমানে পাশ্চাত্যে নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার দাবি করা অধিকাংশ লোক অস্ত্রোপচার বা হরমোন সার্জারি করে না। মুখে বলা, নাম বদলানো, পোশাকে অল্পস্বল্প পরিবর্তন আনাই দাবি করার জন্য যথেষ্ট। ট্রান্সজেন্ডারবাদের মূল বক্তব্য হলো: একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী তার সাথে দেহের কোনো সম্পর্কনেই। মানুষের দেহ তার পরিচয় ঠিক করে না। পরিচয় নির্ভর করে মানুষের মনের উপর। একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়।

অ্যামেরিকার পাবলিক স্কুলের আই অ্যাম জ্যায (I Am Jazz) নামের বইতে বলা হচ্ছে -- আমার মস্তিষ্ক মেয়েদের কিন্তু শরীর ছেলেদের এটাকে ট্রান্সজেন্ডার বলে আমি জন্ম থেকেই এমন। ট্রান্সজেন্ডারবাদ বলে, একজন শিশু জন্মানোর পর তাকে যে ছেলে বা মেয়ে বলা হয়, তা পুরোটাই হয় অনুমানের ভিত্তিতে। ডাক্তাররা আন্দাজ করে ছেলে বা মেয়ে পরিচয় 'বরাদ্দ' করে দেয়। কিন্তু পরে একজন শিশু 'জন্মকালে নির্ধারিত'পরিচয়ের বদলে অন্য কোনো পরিচয় বেছে নিতে পারে। জন্মের পরপর যাকে ছেলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সে একসময় গিয়ে নিজেকে মেয়ে বলতে পারে। শরীর যেমনই হোক না কেন, তাকে তখন মেয়েই ধরে নিতে হবে। কারণ কিছু মানুষ 'ভুল দেহে জন্ম নেয়'। প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আরেক বই It Feels Good to Be Yourself-এ বলা হচ্ছে, দেখো, তোমার যখন জন্ম হয়েছিল নিজের অনুভূতি তখন তুমি মানুষকে জানাতে পারতে না। তোমার আশেপাশের মানুষরা তোমাকে দেখে একটা অনুমান করে নিয়েছিল। সেটা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তাদের জানাতে কোনো সমস্যা নেই। রুথির বয়স যখন ৫, তখন সে তার বাবামা-কে বলেছিল, 'আমি জানি তোমরা আমাকে ছেলে মনে করো, কিন্তু আসলে আমার মনে হয় আমি একটা মেয়ে।'

ট্রান্সজেন্ডারবাদ তার অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্য চারটা ধারণাকে ব্যবহার করেঃ

1. বায়োলজিকাল সেক্স (Biological Sex) বা জন্মগত লিঙ্গ
2. সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (Sexual Orientation) বা প্রণয়বোধ ও যৌন আকর্ষণ
3. জেন্ডার

4. জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ/ মনের লিঙ্গ

বায়োলজিকাল সেক্স (Biological Sex) বা জন্মগত লিঙ্গঃ বায়োলজিকাল সেক্স বা জন্মগত লিঙ্গ হলো স্রেফ দেহের বর্ণনা। মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য, যেমন ক্রোমোসোম, যৌননাঙ্গ, হরমোন ইত্যাদি মিলে তার জন্মগত লিঙ্গ ঠিক হয়। কিছুমানুষের পুরুষাঙ্গ থাকে, কিছুমানুষের যেনী থাকে। কিন্তু এগুলো দিয়ে; দেহ দিয়ে মানুষের পরিচয় ঠিক হয় না।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (Sexual Orientation) বা প্রণয়বোধ ও যৌন আকর্ষণঃ সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হলো মানুষের যৌন রুচি বা আকর্ষণ। যৌন আকর্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এক্ষেত্রে ভালোমন্দ, ভুল কিংবা সঠিক বলে কিছু নেই। কেউ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ আকৃষ্ট হতে পারে উভয়ের প্রতি। আবার কারো মধ্যে হয়তো যৌনতার কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই। যৌন রুচি একটা বর্ণালীর মতো। এখানে আছে অনেক রঙ। পুরুষ হলেই নারীর প্রতি বা নারী হলেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণবোধ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

জেন্ডারঃ জেন্ডারও আসলে একটি বর্ণালীর মতো। নারী বা পুরুষ হবার নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। কেউ নিজেকে নারী পুরুষ, দুটোই, কোনোটাই না অথবা এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনো কিছু হিসেবে পরিচয় দিতে পারে। সবই সমান, সবই বৈধ।

জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ/ মনের লিঙ্গঃ জেন্ডার আইডেন্টিটি বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ হলো নিজের ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি।

কারো দেহ পুরুষের হতে পারে কিন্তু সে নিজেকে নারী মনে করে এবং নিজেকে নারী হিসেবে প্রকাশ করে। সে নারীসুলভ নাম ব্যবহার করে, পোশাক পরে ইত্যাদি। নিজেকে নারী মনে হওয়াটা হলো মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বা জেন্ডার আইডেন্টিটি। আর নিজেকে নারী হিসেবে প্রকাশ করাটা হলো জেন্ডার এক্সপ্রেশন (Gender Expression) বা মনের লিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ।

একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সমাজ ও আইন তাকে সেটাই গণ্য করবে। অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গের উপর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ প্রাধান্য পাবে। তাই পুরুষাঙ্গ থাকলেও কেউ 'নারী' হতে পারে, যোনী থাকলেও কেউ পুরুষ হতে পারে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ বলে, মানুষের পরিচয় নির্ভর করে তার অনুভূতির উপর। দেহ যাই হোক, নিজেকে সে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়। কাজেই কারো দেহ পুরুষের হলেও সে নিজেকে নারী মনে করতে পারে। দেহ পুরুষের হলেই যে নিজেকে পুরুষ মনে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মানুষের পরিচয়নির্ভর করে তার অনভূতি আর মনের চাওয়ার উপর। একইভাবে মানুষ কার সাথে যৌন সম্পর্ককরবে, তাও নির্ভর করবে মনের উপর। এখানে ভালোমন্দের কিছুনেই। বাস্তবতা হলো, এই পুরো শ্রেণীবিভাগটাই বানোয়াট। এ শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে ট্রান্সজেন্ডারবাদসহ নানা বিকৃত আচরণের বৈধতা দেওয়ার জন্য। দেহ, যৌননতা, পরিচয় এবং প্রকাশ–আলাদা আলাদা কিছুনা। বরং পরস্পর সম্পৃক্ত। একটা আরেকটার উপর নির্ভরশীল। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন পরিচয় হয় না। মানুষের দেহ নির্দিষ্টভাবে তৈরি। নারী ও পুরুষের দেহের দিকে তাকালে যে কেউ এ সহজ বিষয়টা বুঝতে পারবে। এই সত্যগুলো সব সমাজ ও সভ্যতায় স্পষ্ট।

দিন ও রাতের আবর্তনের মতো চিরাচরিত ব্যাপার। কিন্তু নিজেদের বিকৃতি ও অসুস্থতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য এগুলো মুছে ফেলতে চায় ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং সমকামী আন্দোলন। নিরেট বাস্তবতাকে বদলে দিতে চায় তারা।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচার-প্রসার

উরোপীয় রেনেসা পরবর্তী চড়াই উৎরাই শেষে সভ্যতা আজ এমন অবস্থায় দাড়িয়েছে যে, পশ্চিমারা আমাদেরকে দুমুঠো অখাদ্য-কুখাদ্য যাই দিচ্ছে, উন্নত সংস্কৃতি ভেবে আমরা তা দেদারসে গলাধঃকরণ করছি। ফলে দুটি মৌলিক পতনমুখী পশ্চিমা সভ্যতাকে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি। এক. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে ভাল-মন্দের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা। দুই ব্যক্তি স্বাধীনতা। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে নীতি দুটি পরস্পর বিরোধী। তবুও স্বাধীনতা মানব জনমের পরম আরাধ্য বিষয়। তবে এ স্বাধীনতার সাথে বিভিন্ন শব্দ জুড়ে দিয়ে যেমন (বাকস্বাধীনতা, পোষাকের স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি) একটা গোষ্ঠী সুকৌশলে স্বীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে উদগ্রীব। ১৯৮০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া LGBTQ আন্দোলন মূলতঃ চারটি শব্দের আদ্যাক্ষর Lesbian (সমকামী নারী), Gay (সমকামী পুরুষ), Bisexual (উভয়কামী), Transgender (রুপান্তরিত লিঙ্গ), Queer (বিচিত্র লিঙ্গ আকর্ষণ)-এর সমন্বয়ে গঠিত। উল্লেখ্য, এই ট্রান্সজেন্ডার পরিভাষাটি এলজিবিটিকিউ তথা সমকামী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আরও পূর্বে ১৯৬৫ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়। অনেকে একে জেন্ডার আইডেন্টিটি বলে থাকেন।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ কীভাবে তৈরি হলো, কীভাবে আজকের পৃথিবীতে এতো শক্তিশালী অবস্থান পৌঁছলো–সে আলোচনা অনেক লম্বা। এর সাথে জড়িত আছে পাশ্চাত্যের দর্শন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তি পরিচয় ও মানবাধিকারের ধারণাসহ আরো অনেক কিছু। তবে ট্রান্সজেন্ডারবাদের উত্থানের পেছনে সরাসরি সম্পর্ক খুঁজতে গেলে নিচের তালিকা পাওয়া যাবে-

- পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় ধারা (Third wave feminism), যা নারীত্ব ও পুরুষের ধারণাকে আক্রমণ করেছে।
- অ্যামেরিকাতে হওয়া ‘সমকামী অধিকার আন্দোলন, যার মাধ্যমে সমকামিতাসহ নানা বিকৃত যৌনতা এবং ‘সমকামী বিয়ে’ আইনী বৈধতা পেয়েছে।
- ষাটের দশকে অ্যামেরিকায় ঘটা যৌন বিপ্লব, যা যৌনতার ব্যাপারে সব ধরনের মূল্যবোধ মুছে ফেলেছে।
- এ তিনের মিশ্রণে তৈরি হওয়া জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) মতবাদ।
- চিকিৎসাশাস্ত্র, চিকিৎসক ও ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডাস্ট্রির একটি অংশ।
- সমকামিতা ও অন্যান্য বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করা দাতারা।

ষাটের দশক থেকে শুরু করেপ্রায় ৫ দশক ধরে অ্যামেরিকাতে চলে সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার আন্দোলন। মিডিয়া, অ্যাক্টিভিজম, আইন-আদালতসহ নানাভাবে এ আন্দোলন চেষ্টা চালিয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের। বিকৃত যৌনাচারে আসক্ত

লোকদের উপস্থিত করা হয় ‘সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী আর সংখ্যালঘু হিসেবে। বিকৃত যৌনতার বৈধতার দাবি তোলা হয় মানবাধিকারের নামে। পঞ্চাশ বছর ধরে গড়ে ওঠে দাতা, এনজিও, অ্যাক্টিভিস্ট, মিডিয়া, উকিল, রাজনীতিবিদ আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। শেষমেষ ২০১৫ সাল নাগাদ সমকামিতা এবং ‘সমকামী বিয়ে’ পশ্চিমা বিশ্বে বৈধতা পেয়ে যায়। আর তার ঠিক পরপর, পাঁচ দশক ধরে গড়ে ওঠা এই নেটওয়ার্ক মনোযোগ দেয় ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচার ও প্রসারে। এ নেটওয়ার্কের একদম উপরে আছে বিশাল সব দাতা। যারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এইসব বিকৃতির প্রসারে খরচ করে চলছে। তাদের টাকাগুলো দিয়ে গড়ে উঠছে নানান এনজিও। এনজিওগুলো রাজনীতিবিদদের কাছে দেনদরবার করছে, নানা ইস্যুতে মামলা ঠুকে দিচ্ছে, তৈরি করছে অসংখ্য অ্যাক্টিভিস্ট যারা ছড়িয়ে পড়ছে অনলাইন ও অফলাইন প্রচারণায়। একইসাথে এই দাতারা বড় বড় রাজনীতিবিদের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের পেছনেও টাকা ঢালছে, সেই সাথে শর্তজুড়ে দিচ্ছে, ক্ষমতায় গেলে সমকামিতা আর ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে কাজ করতে হবে। অন্যদিকে এনজিওগুলো আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে, তারা উকিলদের দিয়ে খসড়া আইন বানাচ্ছে, তারপর নিজেদের নেটওয়ার্কের প্রভাব খাটিয়ে সেগুলো পাশ করিয়ে আনছে বিধানসভা থেকে। এভাবে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিকৃত যৌনতা বৈধ হয়ে যাচ্ছে।

নিজ দেশে বৈধতা দেওয়ার পর শক্তিশালী পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে ব্যবহার করে সারা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের নামে বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ঐ যে বড় বড় দাতাদের কথা বললাম, তাদের

টাকায় গড়ে উঠছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও। এসব এনজিওগুলোর অনেকে ‘মানবাধিকার’ আর সামাজিক ইস্যুতে খোদ জাতিসংঘের উপদেষ্টা বনে বসে আছে। এইসব এনজিও এবং শক্তিশালী পশ্চিমা বিশ্বগুলোর ক্রমাগত সুপারিশের ফলে একসময় জাতিসংঘও বিকৃত যৌন আচরণকে মানবাধিকার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। যার ফলে অ্যামেরিকান সরকার থেকে শুরু করে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা আজ বিশ্বব্যাপী ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণে কাজ করছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, ২০২১ এর জুলাইয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এক মেমোরেন্ডাম স্বাক্ষর করে। এতে বলা হয়, ভিন দেশে কাজ করা মার্কিন সংস্থাগুলো যেন এলজিবিটিকিউআই (সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার ও অন্যান্য বিকৃত যৌন তার স্বাভাবিকীকরণের আন্দোলন) ইস্যুতে বিদেশী সরকারগুলোকে চাপ দেওয়ার জন্য সব ধরনের কূটনৈতিক এবং সহায়তামূলক উপকরণগুলো কাজে লাগানোর কথা বিবেচনা করে। পাশাপাশি যথাযথ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, ভিসা রেস্ট্রিকশান এবং অন্যান্য অ্যাকশনও বিবেচনা করে। অর্থাৎ কোন দেশ যদি সমকামিতা এবং ট্রান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাহলে মার্কিন সরকার তাদের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে পারে, তাদেরকে দেওয়া আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দিতে পারে। তাদের উপর আরোপ করতে পারে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কিংবা ভিসা রেস্ট্রিকশান। সম্প্রতি সমকামিতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় উগান্ডার বিরুদ্ধে স্যাংশান দেওয়া হয়েছে।

এই মতবাদ অনুযায়ী একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী হবে সেটির সাথে তার দেহের কোন সম্পর্ক নেই। দেহ মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে না। পরিচয় নির্ভর করে মানুষের মনের উপর। একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়। এর সাথে লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ তাদের মতে Biological Sex এবং Gender identity সম্পূর্ণ ভিন্ন। জেন্ডার আসলে বর্ণের মতো। এখানে রয়েছে অসংখ্য রং। লিঙ্গ নয় বরং মনের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি নিজেকে নারী অথবা পুরুষ অথবা দু'টোই অথচ কোনটিই নয় অথবা নারী পুরুষের মাঝামাঝি কোন কিছু পরিচয় দিতে পারে। সবই সমান, সবই বৈধ। অর্থাৎ এই মতবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, মানুষ লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কোন পুরুষ যদি নিজেকে নারী বলে মনে করে তাহ'লে সে একজন নারী।

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দগত অস্পষ্টতা

মানুষ প্রধানত দুই প্রকার, নারী ও পুরুষ। তাদের ছাড়া তৃতীয় আরেকটি লিঙ্গ রয়েছে যাদেরকে তৃতীয় লিঙ্গ বলা হয়। আরবিতে তৃতীয় লিঙ্গকে খুনসা বলা হয়। ট্রান্সজেন্ডার ও তৃতীয় লিঙ্গ এক জিনিস নয়। তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া হলো সৃষ্টিগত। সেখানে তাদের কোনো ইচ্ছা নেই। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সেরা জীবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। মূলত নারী-পুরুষের বাইরে আল্লাহর সৃষ্টি আরেকটি লিঙ্গ বৈচিত্রের মানবধারা এই তৃতীয় লিঙ্গের লোকজন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, তিনি আল্লাহ মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে যেমন ইচ্ছা তেমন রূপ দেন(সুরা আল ইমরান, আয়াত : ৬)। তাই তাদের অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই ইসলামে। ইসলামী শরীয়তে মিরাছ

তথা সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তাদের জন্য পরিষ্কার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তৃতীয় লিঙ্গ নির্ধারণে হযরত আলী রা. রাসুল (সা.) এর কাছে প্রসূত বাচ্চা পুরুষ-নারী নির্ধারণ করতে না পারলে তার বিধান কী জিজ্ঞাসা করলেন। নবীজি সা. জবাব দিলেন, সে মিরাস পাবে যেভাবে প্রস্রাব করে। [সুনানে বায়হাকি কুবরা, হাদিস: ১২৯৪]

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরাও আল্লাহর বিধান পালনে আদিষ্ট। অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো তাদেরও আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। নিষেধ থেকে বিরত থাকতে হবে। আখেরাতে তাদেরও জবাবদিহি করতে হবে। যার ভেতর নারীর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রবল সে নারী হিসেবে এবং যার ভেতর পুরুষের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রবল, সে পুরুষ হিসেবে ইসলামের বিধান মান্য করবে। হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দগত পার্থক্য না বুঝার কারণে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন ২০১৮ সালে পাকিস্তান সংসদে ট্রান্সজেন্ডার বিল পাশ হয় এবং পরবর্তীতে ১৭ই মে ২০২৩ তারিখে আইনটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। মূলতঃ আমরা যে কারণে হিজড়াদের অধিকার আদায়ে কথা বলব, ঠিক একই কারণে ট্রান্সদের বিপক্ষে থাকব।

অনেকে হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ বলে থাকেন, এটা ভুল। আল্লাহ তাআলা লিঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, পুরুষ ও নারী। শুধু মানুষ নয় সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। আল্লাহ বলেন, ‘শপথ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও মাদী (লায়ল ৯২/৩)। সুতরাং হিজড়া মানে তৃতীয় লিঙ্গ নয় বরং হিজড়া মানে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। মানুষের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধী হয়, তেমনি লিঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী হয়। তাই হিজড়ারাও আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীবের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভিন্ন চোখে দেখার সুযোগ

নেই। আল্লাহ বলেন, ‘আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং আমরা তাদেরকে আমাদের অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)।

ট্রান্সজেন্ডার কিন্তু হিজড়া নয়। তারা জন্মেছে সম্পূর্ণ সুস্থ পুরুষ বা নারী হয়ে। কিন্তু একটি সময়ে এসে তারা নিজেদেরকে বিপরীত লিঙ্গের পরিচয় দেয়। তাদের দাবি হলো কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী মনে করে তাহলে সে একজন নারীই। চাই সে পুরুষ পুরোপুরি স্বাভাবিক হোক, সন্তানের বাবা হোক এতে কিছুই যায় আসে না। নারী হিসেবেই সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। অনুরূপ কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ মনে করে তাহলে সে পুরুষই। চাই তার ঋতুস্রাব হোক বা সে গর্ভবতী হোক তবুও সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে পুরুষ হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে হবে। অনেকে আবার বাহ্যিক কিছু অঙ্গের সার্জারি বা হরমোন ট্রিটমেন্ট করে নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করে। যদিও পুরোপুরি বদলানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই নতুন করে তাদের দাবি হলো সার্জারি বা ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন নেই। কেউ যদি মনের দিক থেকে নিজেকে নারী বা পুরুষ দাবি করে তাহলেই যথেষ্ট। পশ্চিমাদের সেই বিকৃত চিন্তা ও রুচি সুকৌশলে আমাদের দেশে আমদানি এবং এর আইনি ভিত্তি দেওয়ার জোর অপচেষ্টা চলছে। শুধু ‘মনে হয়’ এর ওপর ভিত্তি করে আজ একটি অভিশপ্ত মতবাদ তৈরি হয়ে গেছে। পশ্চিমা স্কুলগুলোতেও আজ তা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশেও এমন বস্তাপচা ঘৃণ্য ও পাগলামি মতবাদ সুকৌশলে আমদানির চেষ্টা হচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে তৃতীয় লিঙ্গ আর ট্রান্সজেন্ডার

মানুষের লিঙ্গ-পরিচয় তথা নারী বা পুরুষ নির্ধারণে সুস্পষ্ট একটি জৈবিক জেনেটিক ভিত্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে ছেলেদের ক্রোমোজোম হলো XY, আর মেয়েদের ক্রোমোজোম XX। এখানে মূল পার্থক্য হচ্ছে Y ক্রোমোজম, আরও নির্দিষ্ট করে বললে—একটিমাত্র জিন (যা SRY নামে পরিচিত) ছেলে অথবা মেয়ে লিঙ্গধারী হবে কিনা তা নির্ণয় করে। এ জন্য এই জিনকে 'মাস্টার সেক্স রেগুলেটর'তথা 'ছেলেমেয়ে হওয়ার মলিকিউলার সুইচ বলা হয়। সুইচটি যদি সক্রিয় হয়, তবে ভ্রূণটি ছেলে হবে। আর যদি সেই SRY জিন কোনো কারণে নষ্ট বা নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে ভ্রূণটি হবে মেয়ে।

জেন্ডার পরিচয় (মনের ইচ্ছানুযায়ী যৌন পরিচয়) নির্ণয়ে এমন কোনো জেনেটিক ভিত্তি নেই, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কোনো জিন বা জেনেটিক মার্কার গত ২০-৩০ বছর শত চেষ্টা করেও বের করা সম্ভব হয়নি।

প্রসঙ্গত, লিঙ্গ পরিবর্তন বা sex change নিয়ে ফিশ মডেলে অনেক গবেষণা হয়েছে। এক গবেষনায় দেখা যায় জেব্রাফিশ (খুব পপুলার রিসার্চ মডেল) কীভাবে মেয়ে থেকে ছেলে মাছে রূপান্তরিত হয়। এই ফিশের মানুষের মতো সুনির্দিষ্ট সেক্স ক্রোমোজোম নেই। জন্মের এক পর্যায় পর্যন্ত (প্রথম ৩ সপ্তাহ) সব জেব্রাফিশ মেয়ে হিসেবে বড় হয় এবং এর পরে কিছু অপরিপক্ক মেয়ে (Juvenile Zebrafish) ফিশ ছেলেতে রূপান্তরিত হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে জিনে (Gene) সমস্যা থাকলে একজন মানুষ হিজড়া হতে পারে, সেই জিনটি জেব্রাফিশ থেকে প্রথম ক্লোনিং করে তার বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য এনালাইসিস (Zebrafish Androgen Receptor: Isolation, Molecular, and

Biochemical Characterization) করেছিলাম। মাছের পোনাকে হরমোন দিয়ে ছেলে বা মেয়েতে পরিবর্তন করা যায়। তেলাপিয়া মাছ চাষে এটি বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয়, কেননা তেলাপিয়ার সুনির্দিষ্ট সেক্স ক্রোমোজোম নেই। মাছে হরমোন প্রয়োগ করে ভিন্ন লিঙ্গে রূপান্তর করা হলে, সেগুলো প্রজননশীল হতে কোনো সমস্যা হয় না। অর্থাৎ মাছগুলো পরিপূর্ণভাবে ভিন্ন লিঙ্গে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডাররা (ট্রান্সসেক্সুয়াল) হরমোন থেরাপি বা সার্জারি করে ছেলে থেকে মেয়ে অথবা মেয়ে থেকে ছেলেতে রূপান্তরিত হতে পারলেও তাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গের কোনো পরিবর্তন হয় না। বাহ্যিক অঙ্গকে (যেমন: নারী-যৌনাঙ্গ) কসমেটিক সার্জারির মাধ্যমে পুরুষাঙ্গের মতো করে তৈরি করা হলেও সেই মহিলা বন্ধ্যা হয়ে যায়, অর্থাৎ শিশু জন্মদানে সে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। আর এই সেক্স রিডিজাইন সার্জারি কেবল মনের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য হলেও এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি প্রক্রিয়া।

মানুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু মিলনের ফলে যে প্রথম কোষ তৈরি হয় (জাইগোট), সেই কোষেই একজন মানুষের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এটি অত্যন্ত পারফেক্ট একটি জৈব-প্রক্রিয়া। ট্রান্সজেন্ডাররা একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে, তাদের জেন্ডারও জন্মগতভাবে গর্ভাবস্থায় নির্দিষ্ট হয় ('Born this way' hypothesis)। অবশেষে গে জিন আবিষ্কার হলো, এই নিয়ে ১৯৯৩ সালে বিশ্বমিডিয়ায় হলো তোলপাড়। এলজিবিটির জেনেটিক ভিত্তি পাওয়া গেল বলে সে কী উন্মাদনা! আনন্দের অতিশয্যে আমেরিকার NATIONAL GAY & LESBIAN TASK FORCE বিবৃতি দিলো—the NIH study... shows that homosexuality is a naturally

occurring and common variation among humans...”। পরবর্তী সময়ে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের জেনেটিক ডাটা এনালাইসিস করে সায়েন্টিফিক মহল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ‘গে জিন’বলে কিছুই পাওয়া যায়নি, জেনেটিক বৈচিত্র্যতা বা ভিন্নতা দিয়ে হোমসেক্সুয়ালিটি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নিউরোবায়োলজিক্যাল (ইমেজিং টেকনোলোজি) গবেষণার মাধ্যমে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেলেও জন্মগত ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি দাবি করার মতো অগ্রগতি নেই। ট্রান্সজেন্ডারদের সেই ‘Born this way’ (‘এভাবেই তারা জন্মগ্রহণ করে’) হাইপোথিসিস প্রমাণে ভ্রূণ পর্যায়ে কোনো হরমোনগত পার্থক্য বা ভিন্নতা দেখা যায় কিনা, তা নিয়ে ইন্টারসেক্স (হিজড়া) শিশুদের ওপর পর্যাপ্ত রিসার্চ করেও ভিত্তি দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। এত প্রচেষ্টার পরও ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কারণ যেহেতু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এটি নিয়ে বেশি মরিয়া হলে কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির জন্য ভালো হবে না বলে বিখ্যাত সায়েন্টিফিক ম্যাগাজিন ‘সায়েন্টিফিক আমেরিকান’ এই শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপে—“The Search for a ‘Cause’ of Transness Is Misguided”—অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডারের কারণ খোঁজা বিপথগামিতার নামান্তর। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—ট্রান্সজেন্ডার শনাক্তকরণে কোনো মেডিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষা নেই (যেমন: ডায়াবেটিস পরীক্ষার মতো), কেননা এটি মনের ইচ্ছাধীন (self-identified) এবং কিছু প্রশ্নমালার (Questionnaire) ওপর জরিপ করে শনাক্ত করা হয়।

তৃতীয় লিঙ্গ আর ট্রান্সজেন্ডারের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য

১। তৃতীয় লিঙ্গের শারীরিক অস্বাভাবিকতা আল্লাহ প্রদত্ত। যেখানে তাদের কোনো ক্ষমতা বা হাত নেই। অপরদিকে ট্রান্সজেন্ডারদের শারীরিক কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। এর ভিত্তি হলো প্রতারণা ও প্রবৃত্তির চাহিদার উপর।

২। তৃতীয় লিঙ্গ হওয়া জন্মগত ত্রুটি। ল্যাবটেস্ট করে জেনেটিক সমস্যার বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারের জন্মগত কোনো ত্রুটি নেই।

৩। তৃতীয় লিঙ্গ জন্মগতভাবে অনেকাংশেই সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডাররা সন্তান জন্মদানে পুরোপুরি সক্ষম থাকে। সার্জারি করার দ্বারা তা নষ্ট করে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয়।

তৃতীয় লিঙ্গের ব্যাপারে আমাদের দায়বদ্ধতা

তৃতীয় লিঙ্গের ব্যাপারে আমাদের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। এরা ভাগ্য বিড়ম্বিত এক শ্রেণি হয়ে উঠছে। তাদের বাবা, মা, ভাই-বোন থেকেও যেন নেই। আমাদের সমাজ এদেরকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে, দূর দূর, ছি ছি করা ব্যতীত আমরা এদের কিছুই দিতে পারি না। রাষ্ট্রও তাদের যথাযথ পুনর্বাসন দিতে পারেনি। ফলে তাদের চাঁদাবাজির কারণে সকলে অতিষ্ঠ। কিন্তু এর আড়ালে যে ভিন্ন অন্ধকার আরেক জগৎ রয়েছে। সে সম্পর্কে আমরা কজনেই খবর রাখি? মোটকথা, তৃতীয় লিঙ্গরা আমাদের সমাজেরই একটি অবহেলিত অংশ। তাই তৃতীয় লিঙ্গদের জন্য কোটা রাখা, তাদের পুনর্বাসন করা জরুরি। এতে কারও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এর সাথে কথিত ট্রান্সজেন্ডারদের

একীভূত করা তা হবে চরম ঘৃণিত নোংরা একটি মতবাদকে প্রমোট করা। যা কোনোভাবেই কারো কাম্য নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একবার কোন গোত্রের নবজাতকের মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যার নারী-পুরুষ চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার প্রস্রাবের রাস্তাকে কেন্দ্র করে তার মীরাছ প্রাপ্তির বিষয়টি নির্ণিত হবে। নারী-পুরুষ স্পষ্ট নয় এমন নবজাতকের মীরাছের ব্যাপারে আলী (রাঃ)ও একই উত্তর দিয়েছিলেন। সুতরাং হিজড়ারা সুবিধাবঞ্চিত হিসাবে আমাদের সহানুভূতি এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবে। পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডার জন্মগত কোন বিষয় না। এটা সৃষ্টির বিকৃতি বা রুচিজনিত সমস্যা। এদের পিছনে রয়েছে একটি চক্র। যারা বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে এদেশে LGBTQ মুভমেন্ট বাস্তবায়ন করতে চায়। ইদানীং সমতন্ত্রের ব্যানারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদের তৎপরতা দৃশ্যমান।

আমাদের সমাজে হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের ধারণা আছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের কথা শুনলে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন এটা হয়তো হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন। কিন্তু এ দুটো জিনিস একেবারেই আলাদা। আসুন পুরো ব্যাপারটা ভেঙে ভেঙে দেখা যাক, ঠিক কোন কোন জায়গাতে ভুলগুলো হচ্ছে। মানুষ হয় পুরুষ অথবা নারী। যাদের দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা পুরুষ, যাদের দেহ ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা নারী। এটা শুধু বাহ্যিক 'যন্ত্রপাতি'র বিষয় না। পুরো প্রজননব্যবস্থার বিষয়। মানবজাতির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ আছেন যাদের প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি থাকে। বাহ্যিকভাবে তাদের দেহে জন্মগতভাবে

নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। এধরনের মানুষকে বোঝাতে যে শব্দটা ব্যবহৃত হয় তা হলো ইন্টারসেক্স (Intersex) বা আন্তঃলিঙ্গ। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে মূলত ইন্টারসেক্স বা আন্তলিঙ্গ মানুষদের বুঝিয়ে থাকে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী জনসংখ্যার মাত্র ০.০১৮% মানুষ ইন্টারসেক্স বা হিজড়া হন। ৯৯.৯৮২% মানুষ স্বাভাবিক শরীর নিয়ে জন্ম নেন।

ইন্টারসেক্স বা আন্তলিঙ্গ মানুষরা তৃতীয় কোনো লিঙ্গ না বা দুটোর মাঝামাঝি কিছুও না। তারাও নারী অথবা পুরুষ, তবে তাদের যৌন অঙ্গ, গঠন বা জিনগত কিছু ক্রুটি থাকে। যে কারণে এ ধরনের সমস্যাকে ডিসঅর্ডার অফ সেক্স ডেভেলপমেন্ট (ডিএসডি)-ও বলা হয়। যেমন, ধরা যাক একটি শিশুকে জন্মের সময় বাহ্যিকভাবে মেয়ে মনে হয়েছে, সেভাবেই সে বড় হয়েছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় দেখা গেল তার মাসিক হচ্ছে না। তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল তার জরায়ু নেই, ফ্যালোপিয়ান টিউব নেই; বরং শরীরের ভেতরে অণ্ডকোষ আছে। তার শরীর পুরুষের হরমোন তৈরি করছে, তার শরীর শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি। ইনি একজন ইন্টারসেক্স পুরুষ, যার শরীরে বাহ্যিকভাবে নারীসুলভ কিছু চিহ্ন আছে। অন্যদিকে নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার দাবি করা লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স না। তাদের কোনো ধরনের ডিএসডি (ডিসঅর্ডার অফ সেক্স ডেভেলপমেন্ট) নেই। তাদের জন্ম হয়েছে সুস্থ এবং স্বাভাবিক যৌনাঙ্গ নিয়ে। যারা নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার নারী দাবি করে তারা পুরুষ। তাদের অণ্ডকোষ আছে, পুরুষাঙ্গ আছে, তাদের শরীরে আছে এক্সওয়াই ক্রোমোসোম। নিজেদের যারা ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ বলছে

তারা আসলে নারী। তাদের জন্ম জরায়ু, ডিম্বাশয়, যোনী এবং ফ্যালোপিয়ান টিউব নিয়ে। তাদের দেহে আছে এক্সএক্স ক্রোমোসোম। যারা সত্যিকার অর্থে আন্তলিঙ্গ তাদের খুব অল্প সংখ্যকই নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করে।

জনশুমারী ও গৃহ গণনা ২০২২-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে মোট হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৮১২৪ জন। তবে ইলেক্ট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় যে চক্রটি হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারকে এক সাথে মিলিয়ে প্রচার করছে, তারা মূলতঃ ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক করতেই এটি করছে। এর মাধ্যমে কওমে লূতের আদর্শ বাস্তবায়নে ওরা ধাপে ধাপে এগুতে চায়। সুতরাং একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ট্রান্সজেন্ডাররা কোন সুবিধা বঞ্চিত বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নয়। হিজড়াদের সাথে এদেরকে মিলিয়ে ফেলা প্রকারান্তরে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে অবমাননা করার শামিল।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের সামাজিক ক্ষতি

ট্রান্সজেন্ডারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো- সমকামিতাসহ অন্যান্য বিকৃত যৌনতার প্রসার। কারণ একজন ট্রান্সজেন্ডার মেয়ে (যে কিনা বাস্তবেই একজন পুরুষ) যখন কোনো পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে মেয়ের রূপ ধারণ করবে, পরবর্তীতে বিয়ে করে তার সাথে মিলন করবে, বাস্তবে মিলনটা হবে পুরুষে-পুরুষে। কারণ একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিগত লিঙ্গের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর পুরুষের সাথে পুরুষের মিলন এবং নারীর সাথে নারীর মিলনের নাম হলো সমকামিতা। যা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ।

হজরত লুত আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্প্রদায়কে এই পাপের কারণে আল্লাহ তায়ালা ভূমি উল্টিয়ে এবং পাথুরে বৃষ্টি বর্ষণ করে ধ্বংস করেছেন। দ্বিতীয়ত, ট্রান্সজেন্ডারকে যদি বৈধতা দেয়া হয় এবং মনের রূপকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা ট্রান্সজেন্ডার মেয়েদের যদি নারী বিশেষায়িত স্থান তথা মহিলা হোস্টেল ইত্যাদিতে প্রবেশের অবাধ অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে তা হবে সুকৌশলে ব্যভিচারের পথকে আরো সহজ করে দেয়া। কারণ আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, অস্ত্রোপচার বা অন্য কোনো মাধ্যমে শরীরের কিছু পরিবর্তন আসলেও তাদের সৃষ্টিগত লিঙ্গের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এভাবে একজন ট্রট্রান্সজেন্ডার মেয়েকে (যে কিনা বাস্তবে একজন পুরুষ) নারী বিশেষায়িত স্থানে প্রবেশের অনুমতি দেয়া তার জন্য ধর্ষণের পথ খুলে দেয়া নয় কি? যেমনটা ঘটেছে অ্যামেরিকাতে।

২০১১ সালে হত্যার দায়ে ৩০ বছরের জেল হয় ডেমিট্রিয়াস মাইনর নামের এক যুবকের। ৯ বছর জেলে খাটার পর হঠাৎ করে নিজেকে নারী দাবি করতে শুরু করে সে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিষে আচ্ছন্ন আমেরিকান বিচারব্যবস্থা এ দাবি মেনে নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেয় এক মহিলা কারাগারে। কারাগারে নারীদের সাথেই এক সাথে রাখা হয় আপাদমস্তক পুরুষ ডেমিট্রিয়াসকে। ফলে যা হবার তাই হয়, ডেমিট্রিয়াসের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জের ধরে গর্ভবতী হয়ে পড়ে দুই নারী কয়েদি। এ ঘটনার পর ডেমিট্রিয়াসকে আবারো পাঠানো হয় পুরুষদের কারাগারে।

একজন ছেলে মনে মনে নিজেকে নারী ভাবলে এবং দাবী করলে আর সমাজ ও রাষ্ট্র যদি তার সেই দাবীকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে নারী সমাজে গণ্য করে তাহলে ধর্মীয়, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বহু সমস্যার সৃষ্টি হবে। নিচে তার কিছু তুলে ধরা হলো:

১। একজন ছেলে নিজেকে মেয়ে দাবি করল। সে মতে কর্তৃপক্ষ তাকে মেয়ে হিসেবে গণ্য করে মেয়েদের হোস্টেলে থাকার অনুমতি দিয়ে দিল। তখন প্রকৃত মেয়েদের নিরাপত্তার কী হবে?

২। ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবি করা কথিত ট্রান্সজেন্ডার লোকটি প্রকৃত মেয়েদের সাথে অবস্থান করলে তখন মেয়েদের সম্ভ্রম ও চরিত্র হননের মোক্ষম সুযোগ গ্রহণ করবে। অনায়াসে অনেক অপকর্মে জড়িয়ে পড়বে। এই নোংরা মতবাদের জন্মভূমিতে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৩। সমকামিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবী করা ট্রান্সজেন্ডার মেয়েটি তখন আরেকটি ছেলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। অথচ উভয়ই ছেলে।

৪। একজন প্রকৃত পুরুষ যদি কথিত ট্রান্সজেন্ডার হয়ে নারীদের মত চুল লম্বা করে, বেণী করে, হাতে চুড়ি পরে, কানে দুল পরে, শাড়ি পরে এবং নারীদের বেশভূষা গ্রহণ করে নারী সাজে, তাহলে তার ব্যাপারে হাদিসে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা ও হুঁশিয়ারি এসেছে- অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের উপর। -সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৫৮৮৫

৫। বিবাহিত কোনো পুরুষ যদি হঠাৎ ট্রান্সজেন্ডার হয়ে নিজেকে মহিলা দাবি করে তাহলে সন্তানরা তাকে তখন কী বলে ডাকবে? বাবার পরিবর্তে মা ডাকবে? অনরূপ কোনো মহিলা যদি হঠাৎ ট্রান্সজেন্ডার হয়ে পুরুষ সাজে বা দাবি করে। তাহলে তার সন্তানেরা তাকে বাবা বলেই ডাকবে? না মা বলে ডাকবে? কোনোটি?

৬। মিরাস তথা ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনে জটিলতা। কারণ, আজীবন মেয়ে হয়ে থাকা একজন নারী যদি হঠাৎ পুরুষ বলে দাবি করে বসে তখন কি তাকে অন্যান্য ভাইদের মতো সমঅংশ দিতে হবে? অনুরূপ আজীবন ছেলে হয়ে থাকা একজন হঠাৎ যদি মেয়ে দাবি করে বসে। তখন তাকে কিসের ভিত্তিতে মিরাস দেওয়া হবে?

৭। চাকুরিসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিবে। প্রকৃত নারীর কোটায় কথিত ট্রান্সজেন্ডার নারী (যে আসলে পুরুষ) সে ইন্টারভিউ দিয়ে জয়েন করতে চাইবে। তাছাড়া আরও বহু নিত্য নতুন সমস্যা সষ্টি হতে পারে।

যে সমাজ যৌনতার ক্ষেত্রে যত বেশী সহনশীল সে সমাজ তত বেশী সুস্থ ও স্থিতিশীল, এ ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করেই ট্রান্সজেন্ডারবাদ এগিয়ে চলছে। মূলতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদেশীদের খুঁদ-কুড়ো পাওয়ার হীন মতলবে তাদের পশুসুলভ এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। এ মতবাদ দেশ ও সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে এবং নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ মেনে নিলে যে সমস্যাগুলি উন্মোচিত হবে।

১. এটি মেনে নেওয়ার অর্থ হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার চূড়ান্ত লঙ্ঘন। এর মাধ্যমে সৃষ্টির পরিবর্তন, সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা এবং বিকৃত যৌনাচারের দ্বার উন্মোচিত হবে।

২. এর ফলে নারী-পুরুষের মাঝে ব্যবধান মুছে যাবে। এর মাধ্যমে মুছে যেতে পারে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা সহ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলি।

৩. ট্রান্সজেন্ডারবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন আইনি ও উত্তরাধিকারী সমস্যা সৃষ্টি হবে। ট্রান্সজেন্ডার আইনের মাধ্যমে পিতার উত্তরাধিকার বণ্টন, বয়েজ স্কুল, গার্লস স্কুল, কমনরুম, বাথরুম ব্যবহার সহ বহুক্ষেত্রে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হবে। কেউ নিশ্চয়ই কখনো চাইবে না যে, তার মেয়ে একটা পুরুষ থেকে মহিলা হওয়া ট্রান্সের সাথে বাথরুম বা কমনরুম ব্যবহার করুক অথবা উভয়ে একই সাথে উইমেন কলেজে পড়াশুনা করুক।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের অবধারিত ফলাফল হলো সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ এবং বৈধতা দেওয়া। মনে করুন, জামাল নামের এক পুরুষ নিজেকে নারী বলে দাবি করা শুরু করলো। আইন তাকে নারী বলে মেনে নিলো। এখন বিয়ে কিংবা যৌনচাহিদা মেটাতে গিয়ে সে কী করবে? সে যদিকোনো পুরুষকে বেছে নেয়, তাহলে সেটা হবে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা। কারণ জামাল যদিও নিজেকে নারী দাবি করছে, কিন্তু আসলে সে একজন পুরুষ সে যাকে বেছে নিয়েছে সেও পুরুষ। কাজেই এটা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা। যদিও 'দূর থেকে' তাদের স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা মনে হয়। অন্যদিকে জামাল যদি কোনো নারীকে বেছে নেয়, তাহলে কার্যত সেটা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা

হবে না। কিন্তু আপাতভাবে, সমাজের চোখে, যারা বিস্তারিত জানবে না তাদের কাছে একে মনে হবে সমকামিতা। কারণ জামাল নিজেকে নারী হিসেবে উপস্থাপন করে একজন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক করছে। অর্থাৎ যা-ই বেছে নেওয়া হোক না কেন, দিন শেষে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ ঘটবে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদকে গ্রহণ করার ফলাফল হলো বিভিন্ন যৌন বিকৃতিকে স্বাভাবিক ও বৈধ বলে মেনে নেওয়া। নারী এবং পুরুষের মাঝের বিভেদ, সীমারেখা মুছে দেওয়া। যেনিজেকে যা দাবি করবে তা গ্রহণ করে নেওয়া। কারো শরীরের দিকে আর তাকানো হবে না। শুধু দাবির দিকে তাকানো হবে। দেহ যদি অর্থহীন হয় তাহলে অর্থহীন হয়ে যাবে নারী, পুরুষ, বিয়ে, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা এবং পরিবারের মতো ধারণাগুলোও। ট্রান্সজেন্ডারবাদ মূলত ভাষাগত, চিন্তাগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আইনীভাবে এই বিভাজনগুলো মুছে দেয়ার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা আন্দোলন। এ মতবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সৃষ্টি ও সমাজের সব কাঠামো ভেঙে ফেলা।

ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ

জাগতিক বিচারে ট্রান্সজেন্ডারবাদের অসারতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার শরীয়তের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদের অবস্থান আলোচনা করা হচ্ছে। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি একত্ব এবং নৈতিকতার ব্যাপারে কতিপয় সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। এই সহজাত অনুভূতিকে হাদীছের ভাষায় বলা হয় ফিতরাত। আর এই সহজাত প্রবৃত্তির বা ফিতরাতের সাথে বাস্তবতার সামঞ্জস্য মূলতঃ ইসলামী শরী'আতের সৌন্দর্য। এর ঠিক বিপরীতে অবস্থান করা সেক্যুলার সমাজব্যবস্থা পদে পদে মানুষের এই

ফিতরাতকে নষ্ট করে দিয়ে নফস ও পশুত্বকে উস্কে দেয়। তারা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক পরিচয় ও ভূমিকাকে। ফলশ্রুতিতে এক যুগে যেটা অসুস্থতা অন্য যুগে সেটা আবশ্যিকতা। আল্লাহ বলেন,

‘ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?’ (ফুরক্বান ২৫/৪৩)।

তিনি আরো বলেন,

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

‘আর আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় (নাবা ৭৮/৮)।

আল্লাহ মানুষকে দুইভাবে সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষ। এর বাইরে ট্রান্সজেন্ডার বা সমলিঙ্গের ধারণা বলতে কিছুই নেই। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

‘শপথ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও মাদী (লায়ল ৯২/৩)।

তিনি আরো বলেন, ‘তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন ও যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাকে চান পুত্র ও কন্যা যমজ সন্তান দান করেন’ (শূরা ৪২/৪৯-৫০)। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন

لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

নবী করীম (ছাঃ) লানত করেছেন এমন সব নারীর উপর যারা উল্কি করে, ভ্রূ উপড়িয়ে ফেলে এবং সৌন্দর্যের জন্য দাত সরু ও বড় করে আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যেখানে সৃষ্টির সামান্য পরিবর্তনের জন্য রাসূল (ছাঃ) অভিসম্পাত করছেন, সেখানে একজন পুরুষ বা নারী লিঙ্গ পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টিকে পরিবর্তন করলে তার শাস্তি কেমন হতে পারে সহজেই অনুমেয়। আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সমকামীদের শাস্তি হল মৃত্যুদন্ড। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ

‘তোমরা কাউকে যদি লূত গোত্রের মতই কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও, তাহলে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা কর।

এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে সমকামিতা ও পশুকামিতা প্রকৃতিবিরোধী যেŠনাচার হিসেবে শাস্তিযোগ্য ও দন্ডনীয় ফৌজদারী অপরাধ। উল্লেখ্য, একজন পুরুষের লিঙ্গ পরিবর্তন বা ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার অর্থ হল- তার পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ কেটে ফেলা, বুকে কৃত্রিম স্তন বসানো। অনুরূপ নারীদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার অর্থ হল- তার শরীর থেকে স্তন, জরায়ু এবং গর্ভধারণের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ কেটে ফেলা এবং শরীরে বিভিন্ন অংশ থেকে কিছু মাংসপেশী নিয়ে কৃত্রিমভাবে একটি পুরুষাঙ্গ স্থাপন করা। অথচ আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

‘অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে (তীন ৯৫/৪)।

তার সৃষ্টির এমন বিকৃতি ঘটানোর অর্থ হল প্রকৃত অর্থে আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ করা। আর এটা জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ বলেন, 'তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর ফিতরাত অনুযায়ী চল, যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই (রূম ৩০/৩০)। তবে কোন পুরুষের যদি মেয়েলি কিছু আলামত থাকে অথচ বাস্তবে সে একজন পুরুষ কিংবা কোন নারীর যদি পুরুষালি কিছু আলামত থাকে অথচ ব্যস্তবে সে একজন নারী, সেক্ষেত্রে সার্জারী বা ঔষধ গ্রহণ করে সেই সমস্যার সমাধান করা জায়েয। যেটিকে লিঙ্গ পরিবর্তন নয় বরং লিঙ্গ সংরক্ষণ করা বলা হয়।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি স্পষ্ট কুফরি ও অভিশপ্ত মতবাদ। এতে রয়েছে সৃষ্টির বিকৃতি ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এছাড়াও এটি সাধারণ রীতি-প্রকৃতি ও ইসলামের সুমহান আদর্শ পরিপন্থী একটি মতবাদ। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হল।

যিনার নিকটেও যেও না বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন

দুনিয়াতে মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখা ও বংশ পরিচয় সংরক্ষণ এবং পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইসলাম যেসব যুগান্তকারী বিধান দিয়েছে তার মধ্যে একটি হল যিনা-ব্যভিচার থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা। শুধু ব্যভিচার থেকেই নয়; বরং যেসব কাজকর্ম ও আচার-আচরণ মানুষকে ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করে এবং মানুষকে ধীরে ধীরে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে, সেসব থেকেও বেঁচে থাকার আদেশ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অমোঘ ঘোষণা—

.وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا

আর তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। —সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩২

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বান্দাদের জন্য ব্যভিচার ও এর নিকটবর্তী হওয়াকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

.وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا

আর ব্যভিচারের উপকরণ ও উপলক্ষগুলোতে জড়ানোই হল তার নিকটবর্তী হওয়া। —তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৭২

উক্ত বিধানটি নিশ্চিত করার জন্য যিনা-ব্যভিচারের সকল উপলক্ষগুলোকেও শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, যিনা-ব্যভিচারের একটি প্রধান উপলক্ষ হল দৃষ্টি। অর্থাৎ কোনো পুরুষ পরনারীকে দেখলে কিংবা কোনো নারী পরপুরুষকে দেখলে তার প্রতি দুর্বলতা তৈরি হতে পারে। মনের অজান্তেই তার প্রতি আকর্ষণ জাগ্রত হতে পারে। যা একসময় ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। তাই পর-নারী পুরুষের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে। তেমনিভাবে নারীকে পর-পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ .اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তাদের কৃত কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয়ই অবগত। আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। সাধারণত যা প্রকাশ পায় তা ব্যতীত নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। আর তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে...। —সূরা নূর (২৪) : ৩০-৩১।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। কোনো পুরুষ এক কাপড়ের নিচে অপর পুরুষের শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগাবে না এবং কোনো নারী এক কাপড়ের নিচে অপর নারীর শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগাবে না। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৩৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭৯৩

তেমনিভাবে পর-নারী ও পর-পুরুষের সাথে নির্জনে বা একান্তে অবস্থানকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যা ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

لاَ يَخْلُوَنّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ.

কোনো পুরুষ যেন অপর নারীর সাথে একান্তে অবস্থান না করে। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ২১৬৫

এমনকি নারীকে তার মাহরাম পুরুষ ব্যতীত একাকী কিংবা অন্য নারীর সাথে হজে¦র মতো ফরয বিধান পালন করারও অনুমতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَحُجَّنّ امْرَأَةٌ إِلّا وَمَعَهَا ذُو محْرمٍ.

মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী যেন হজ¦ না করে। —সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ২৪৪০ আরো দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬

আর সঙ্গত কারণেই সন্তানের বয়স দশ বছর হলে তাদের শয্যা পৃথক করে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাযের আদেশ করো। আর দশ বছর হলে নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের পরস্পরের শয্যা পৃথক করে দাও। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের এক স্বভাবজাত প্রকৃতি। নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের মাঝে এই আকর্ষণ জাগ্রত হয়। পৃথিবীর শুরু থেকে সকল যুগে

ও সকল ধর্মে এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিধান ছিল। সর্বশেষ শরীয়ত ইসলামে যেমন ধর্ষণ-ব্যভিচার হারাম ও নিষিদ্ধ তেমনি পূর্ববর্তী ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দুসহ সকল ধর্মেও তা নিষিদ্ধ ছিল। দুনিয়ার সাধারণ রীতি, জ্ঞান-যুক্তি ও বিজ্ঞান সকল বিচারেই তা যথার্থ।

ইসলামী শরীয়ত একদিকে যেমন এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রিত রাখার আদেশ করে অন্যদিকে তা চরিতার্থ করার জন্যও দিয়েছে সুন্দর ও সুমহান বিধান।

একদিকে যেমন ঘোষণা হয়েছে—

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ.

যে তার দুই চোয়াল ও দুই উরুর মধ্যস্থিত অঙ্গের (জিহ্বা ও লজ্জাস্থান) জামানত দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪

অন্যদিকে ইরশাদ হয়েছে—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। আর যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার প্রবৃত্তির চাহিদা প্রশমনকারী। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৬৫

বস্তুত শরীয়তের এই একটি বিধান যদি নিশ্চিত করা যায় এবং ব্যভিচার ও এর সকল উপলক্ষ থেকে মানুষ নিজেকে সংযত রাখতে পারে, তাহলে ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজ-

রাষ্ট্রসহ সর্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। সুখী ও সমৃদ্ধ একটি সমাজ গড়ে উঠবে। পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদ মূলত অবাধ, যথেচ্ছ ও বিকৃত উপায়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার দ্বার উন্মোচন করে। যার ফলে সমাজে সমকামিতা, বেহায়াপনা ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। বস্তুত মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো সুযোগ তো এতে থাকছেই না; বরং যথেচ্ছ প্রবৃত্তি-চারণের সুযোগ তৈরি হয়। তাছাড়া ট্রান্সজেন্ডারবাদে সন্তান ধারণ ও সন্তান লালন-পালনের মতো কোনো বিষয় নেই। এগুলো থেকে বরং নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ শুধু নিজের প্রবৃত্তিকে যথেচ্ছভাবে উপভোগ করতে শেখায়। সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের ঝামেলায় জড়াতে উৎসাহিত করে না। এতে করে একদিকে যেমন দুনিয়ায় মানবের বংশধারা ব্যাহত হবে, তেমনি তার বংশবিস্তারও লোপ পাবে। যার দরুন সমাজ, রাষ্ট্র ও গোটা বিশ্বে এক মহাবিপর্যয় তৈরি হবে। অথচ ইসলামী শরীয়তে মানবের বংশ বৃদ্ধিই কাম্য।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.

তোমরা অধিক মহব্বতকারী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারী নারীকে বিয়ে করো। কেননা, কিয়ামতের দিন তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর আধিক্যের গর্ব করব। —সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪০২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৫৯৪।

সন্তানের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয় সুরক্ষিত রাখার বিধান লঙ্ঘিত হয়

ইসলামী শরীয়ত সন্তানের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এর জন্য সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ.

সন্তান হল বৈধ স্ত্রীর জন্য আর ব্যভিচারিণীর জন্য হল বঞ্চনা। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৫৮

একারণে বিবাহ বহির্ভূত মেলামেশা ও ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভকারী সন্তানকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না; বরং তার জন্য ইসলামের পৃথক বিধিবিধান রয়েছে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.

যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন নারী অথবা বাদীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় (আর এতে কোনো সন্তানের জন্ম হয়) তাহলে সেটা জারজ সন্তান। সে ব্যভিচারী থেকে মিরাস পাবে না এবং ব্যভিচারীও তার থেকে মিরাস পাবে না। —জামে তিরমিযী, হাদীস ২১১৩

আর সঙ্গত কারণেই ইসলামে পরকীয়া ও বহুগামিতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—

قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ ...قُلْتُ :ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ :أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ কী?... আমি আবারো আরয করলাম, এরপর কোন্টি? তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৬

রুফাই ইবনে সাবেত আনসারী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَه زَرْعَ غَيْرِه، يَعْنِي :إِتْيَانَ الْحُبَالَى.

আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির জন্য অন্যের ক্ষেতে সেচ দেওয়া অর্থাৎ গর্ভবতী নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২১৫৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৯৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৩১

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদে মানবের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয় বলতে কিছুই থাকবে না। কেননা, এই মতবাদ অনুসারে একজন ব্যক্তি ফন্দি খাটিয়ে যখন তখন নিজেকে একেক লিঙ্গের ঘোষণা করে অবাধ বেহায়াপনায় লিপ্ত হতে পারে।

নারী-পুরুষ একে অপরের নিষিদ্ধ সাদৃশ্য অবলম্বন

ইসলাম নারী-পুরুষকে একে অপরের সাদৃশ্য অবলম্বন করতেও নিষেধ করেছে। এটি জঘন্যতম কবীরা গুনাহ ও লানতযোগ্য কাজ। হাদীসে এ ধরনের নারী ও পুরুষের প্রতি অভিস¤পাত করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত—

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর সাদৃশ্য ধারণকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য ধারণকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫, ৬৮৩৪

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال.

পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী ও নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ আমাদের দলভুক্ত নয়। —আলজামিউস সগীর, হাদীস ৭৬৫৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৮৭৫

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত সাদৃশ্য দুই ধরনের হতে পারে। যথা : সাময়িক ও অস্থায়ী এবং স্থায়ী। উভয় প্রকারের সাদৃশ্যই নিষিদ্ধ।

সাময়িক সাদৃশ্য সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—

لعن الله الواشِمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله... .

সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য উল্কি আঁকিয়ে ও যে এঁকে দিতে বলে, ভ্রূ উত্তোলনকারী নারী ও দাঁত সরু করে মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন। কেননা, এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়। ... —সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২৫

আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, জনৈকা নারী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বসন্ত রোগে আমার এক মেয়ের মাথার চুল পড়ে গিয়েছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তার মাথায় পরচুলা স্থাপন করব?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

لعن الله الواصلة والمَوصولة.

পরচুলা স্থাপনকারী নারী ও পরচুলা ব্যবহারকারী নারীর প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৪১ আরো দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৪০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫০৯৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪১৮০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৬৩

আর স্থায়ী সাদৃশ্য (যা 'তাবদীলু খালকিল্লাহ' তথা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত।) হল, অঙ্গ সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে পুরুষের জন্য নারীর অথবা নারীর জন্য পুরুষের আকৃতি ধারণ করা। যেমন কোনো পুরুষের খোজা হওয়া। ইসলামে এটিও নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকত না। তাই আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি খোজা হয়ে যাব? তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৭১ পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদে এই অভিশপ্ত সাদৃশ্যই ধারণ করা হয়। কখনো অস্থায়ী ও সাময়িক সাদৃশ্য ধারণ করা হয়। যেমন, পুরুষ হয়ে নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ইত্যাদি অবলম্বন করা হয়। আবার কখনো সার্জারির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। যেমন, ছেলে হয়ে মেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা কিংবা মেয়ে হয়ে ছেলের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা ও নিজের মেয়েলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপসারণ করা ইত্যাদি।

ট্রান্সজেন্ডারবাদে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি

ট্রান্সজেন্ডারবাদের সবচেয়ে জঘন্য ও গর্হিত দিক হল, এতে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধন সম্পূর্ণ হারাম ও জঘন্যতম কাজ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا، اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا وَ اِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا، لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا، وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ ،وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا، اُولٰٓىِٕكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এটি ব্যতীত যাকে ইচ্ছা সবকিছু ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ তাকে লানত করেন। আর সে বলে, আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব। তাদের অন্তরে মিথ্যা আশা-ভরসা সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা অবশ্যই পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে। তাদেরকে আরো আদেশ করব, ফলে তারা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশা-ভরসা দেয়। আর শয়তান তাদেরকে শুধু প্রবঞ্চনারই প্রতিশ্রুতি দেয়। ওদের বাসস্থান জাহান্নাম

এবং তারা সেখান থেকে পলায়নের কোনো পথ পাবে না। —সূরা নিসা (৪) : ১১৬-১২১

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রাহ. উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করার পর বলেন—

وَهَذِه الْأُمُورُ كُلُّهَا قَدْ شَهِدَتِ الْأَحَادِيثُ بِلَعْنِ فَاعِلِهَا، وَأَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ .وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَ لِأَجْلِهَا، فَقِيلَ :لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّدْلِيسِ .وَقِيلَ :مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَصَحُّ.

হাদীসসমূহ থেকে সাদৃশ্যের উপরোক্ত সকল কাজ লানতযোগ্য হওয়া ও কবীরা গুনাহ হওয়া প্রতীয়মান হয়। তবে এসব কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে কী তাৎপর্য রয়েছে, সে সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। কেউ বলেন, এটি তাদলীস। আর কারো মতে, এটি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উল্লেখ করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধ মত। —তাফসীরে কুরতুবী ৫/২৫২; আলমুফহিম লিমা উশকিলা মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম ৫/৪৪৪।

সর্বোপরি ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি ঈমান বিধ্বংসী কুফরি মতবাদ

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ইসলাম ও মুসলমানদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা সন্তান হওয়া-না হওয়া, সন্তানের ছেলে বা মেয়ে হওয়া একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিয়ন্ত্রণে। এতে কারো কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। কোনো চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ওষুধ-পথ্য কিংবা কোনো ডাক্তার-কবিরাজের এতে কোনো এখতিয়ার নেই।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। —সূরা শূরা (৪২) : ৪৯-৫০ পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদে যখন তখন ছেলে বা মেয়ে বনে যাওয়ার ধৃষ্টতা দেখানো হয়। যা সৃষ্টির বিকৃতির পাশাপাশি ঈমান বিধ্বংসীও বটে। তাছাড়া ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠা পেলে আল্লাহর দেওয়া শরীয়ত ও কুরআন সুন্নাহ্র অসংখ্য বিধানে ব্যাপক পরিবর্তন ও চরম বিকৃতি ঘটবে। এর মাধ্যমে ইসলামের সালাত, হজ¦, বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, বংশপরিচয়, পর্দা, সতর, শাহাদাহ (সাক্ষ্যদান), কাযা, ইমামাত (নামাযের ইমামতি), রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ও মীরাস-উত্তরাধিকারসহ নারী-পুরুষ সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের বহু বিধানের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটবে।

সুতরাং বোঝা গেল, ট্রান্স মতবাদ একটি অভিশপ্ত মতবাদ। এবং সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত একটি মতবাদ। যেই মতবাদকে প্রশ্রয় দেয়ার অর্থ পুরো সমাজকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চলছে। কোনো ব্যক্তি, দল, সংগঠন বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি এই মতবাদের পক্ষাবলম্বন করে, এই মতবাদকে সমর্থন করে, এই অভিশপ্ত মতবাদকে সমাজে চালু করার জন্য আইন করে, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই কুরআন-সুন্নাহকে বর্জন করার,

এবং শরীয়তের বিধানকে অবজ্ঞা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। সুতরাং শরয়ী বিধান অনুযায়ী তাদের ঈমান নিয়েও প্রশ্ন তোলা হবে, এবং অভিজ্ঞ মুফতী সাহেবগণ তৎপরবর্তী বিধানের ব্যাপারে ফতওয়াও দিয়ে দিবেন। সব ইসলামী আইনবিদ এ বিষয়ে একমত যে, ট্রান্সজেন্ডার তথা লিঙ্গের বিকৃত সাধন সুস্পষ্টভাবে হারাম। অনেকে এটাকে কুফরিও বলেছেন। তাই এমন ভয়ানক মতবাদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ

বাংলাদেশেও বেড়ে চলেছে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচার ও প্রসার। নারী থেকে পুরুষ ও পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হতে দেখা যাচ্ছে অনেককে। এদের সঙখ্যা যদিও এখন কম, কিন্তু এর ভয়াবহতা নিয়ে শংকিত সমাজসচেতন বিশেষজ্ঞ মহল। গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ দৈনিক প্রথম আলোতে ‘নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে এক নারীর কথা বলা হয়েছে। এই মহিলা শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু 'অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট' হওয়ার কারণে তিনি 'নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত' হয়েছিলেন। নতুন নাম নেন জিবরান সওদাগর। জিবরান বলেন, 'আমি একজন নারী ছিলাম। মাসিকসহ সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছি। স্কুল ড্রেস ওড়না পরা বা মেয়েদের মতো পোশাক পরা পছন্দ করতাম না। এক সময় এক মেয়ের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। চার

বছর ধরে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মেয়েটা চলে যাওয়ার পর আমার মনে হয়, আমি যদি পুরুষ হতাম তাহলে সে এভাবে চলে যেত না। বাংলাদেশে সামাজিকভাবে ট্রান্স মতবাদ স্বাভাবিকরণ এবং আইনত সুরক্ষা আদায়ে এরা ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্রায় সকল প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রথমতঃ ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন কনটেন্টে, চোখ দিয়ে পানি আসার মতো গল্প তৈরী করে হিজড়া ও ট্রান্স তালগোল পাকিয়ে মানুষের সহানুভূতি আদায় করছে। যেখানে দেখানো হচ্ছে ট্রান্সরা অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। অতঃপর মেইনস্ট্রিম মিডিয়া ব্যবহার করে সমাজের চোখে তাদেরকে সাহসী চরিত্র এবং হিরো হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ার কিছু সংবাদ শিরোনামে চোখ বোলালেই বিষয়টা বুঝা যায়। যেমন- রূপান্তরিত এক নারীর বদলে যাওয়ার গল্প। ট্রান্সজেন্ডার সংবাদ পাঠক তাসনুভার বদলে যাওয়ার গল্প। ট্রান্সজেন্ডার নারী ক্রীড়াবিদ অলিম্পিকে ইতিহাস গড়ার অণ্বেষায় ১০০ বছরের ইতিহাসে ঢাবিতে ১ম ভর্তি হল ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থী, টিএসসি'তে পালিত হল ট্রান্সজেন্ডার স্মরণ দিবস।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদের আইনি প্রক্রিয়া

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ বাস্তবায়নের ২য় ধাপে বর্তমানে বিভিন্ন গোল টেবিলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ট্রান্সদের অধিকার সুরক্ষার আওয়াজ তোলা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক NCTB সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলনী বইয়ের ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প'শিরোনামে বিকৃত যৌনতা এবং ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই দুই ধাপের পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়াও এগিয়েছে সমানতালে।

কোন প্রস্তাবনা আইনে পরিণত হতে হলে মোট ৪টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।–

১. আইনের খসড়া তৈরী

২. খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো

৩. মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইন চূড়ান্তকরণ

৪. সংসদে উত্থাপন এবং পাশ হওয়া।

এদিকে গত ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ঢাকার একটি হোটেলে 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা ও সুরক্ষা আইন-২০২৩' নামে এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই আইনটি পাস করা হবে বলে জানান। তিনি বলেন, 'সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাস করার জন্য আমরা কাজ করছি। এক বছরের মধ্যে আইনটি করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সরকার চায় এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় হোক। তাই

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। এখন কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কাজ বাকি আছে। একই সঙ্গে তিনি এই আইনটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য এই কমিটিকেই একটি বিধি করার সুপারিশ করেন। কারণ আইন হলেও আইনের বিধি না থাকলে আইন কার্যকর হয় না।'

বাংলাদেশ বর্তমানে 'ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন-এর তৃতীয় ধাপে অবস্থান করছে। গত ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা' এই শিরোনামে প্রকাশিত রির্পোটে 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০২৩' শীর্ষক আইনটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাশ করা হবে বলে জানান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব খায়রুল আলম শেখ। উল্লেখ্য, গত ২১শে সেপ্টেম্বর ২৩ 'ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন ২০২৩'-এর খসড়া উপস্থাপন করা হয়। এর অর্থ হল আগামী নতুন জাতীয় সংসদে এ জঘন্য আইনটি পাশ হওয়া কেবল সময়সাপেক্ষ। যদিও স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে দেশী-বিদেশী একটি চক্র সরকারকে ভুল বুঝিয়ে আইন পাশ করাতে চাচ্ছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায়, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র সফরে। যেখানে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সমকামিতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদ

এ তো গেল আইনের কথা। সামাজিকভাবে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার নানা প্রক্রিয়া চলছে। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় ‘শরীফার গল্প’ শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফা বলছে, “আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে... এ গল্পে শরীফা নিজেই স্বীকার করছে, সে ছোটবেলায় ছেলে ছিল। কিন্তু যখন আস্তে আস্তে বড় হলো তখন সেই শরীফ আহমেদই নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে।

৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে, “...আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার।” একই বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় নতুন প্রশ্ন অনুচ্ছেদে পাঁচজন শিক্ষার্থীর কথোপকথনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই কথোপকথনে এক শিক্ষার্থী বলছে তার মা তাকে শিখিয়েছে, ‘...ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।’ আপাতভাবে নির্দোষ শোনালেও ঠিক আগের পৃষ্ঠায় ট্রান্সজেন্ডার সংক্রান্ত আলোচনার আলোকে দেখা হলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, নারীপুরুষের আলাদা লিঙ্গ পরিচয়ের ধারণাকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মন থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সপ্তম শ্রেণীর বইটির এই অধ্যায়ে। ৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ‘আমরা

যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।' '...এখন বুঝতে পারছি, ছেলে-মেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।'

'...একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।' অর্থাৎ, একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবী করে তাহলে সে নারী। আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবী করে তাহলে সে পুরুষ। যতোক্ষণ না অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে ততোক্ষণ যা খুশি তা-ই করা যায়। যারা এটা মেনে নেবে না তারা সেকেলে, পশ্চাৎপদ। কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানী করা। ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদের যে বিষয়গুলো পশ্চিমা স্কুলগুলোতে শেখানো হচ্ছে, সেগুলো এখন শেখানো হচ্ছে আমাদের সন্তানদেরও। আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে শেখানো হচ্ছে আমাদের শিশুদের। শিশুকিশোররা সহজে প্রভাবিত হয়, নতুন জিনিসের প্রতি তাদের থাকে সহজাত আগ্রহ। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি কিশোরদের সামনে বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বয়ঃসন্ধিকালে এমনিতেই নানা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। তার

উপর লিঙ্গ নিয়ে এমন বিভ্রান্ত ধারণায় মগজধোলাই কিশোর কিশোরীদের জীবন বিষিয়ে দেবে। জন্ম নেবে নানা ধরনের অসুখ ও অসঙ্গতি।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারে এনজিও ও অ্যাক্টিভিস্ট

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন এনজিও ও অ্যাক্টিভিস্টরা। কিছুক্ষণ আগে আমরা যেই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের কথা বললাম, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিওর অর্থায়নে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে দেশীয় এনজিওগুলো। একটা ছোট্ট উদাহরণ থেকে পুরো নেটওয়ার্কটা কীভাবে কাজ করে তা দেখে নেওয়া যাক। সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারবাদ আন্দোলনের পেছনে সবচেয়ে বড় দাতাদের তালিকা করলে প্রথম তিনের মধ্যে নির্ঘাত একটা নাম পাবেন, আরকাস ফাউন্ডেশন (Arcus Foundation)। এই ফাউন্ডেশন তৈরি করেছে অ্যামেরিকান বিলিয়নেয়ার জন স্ট্রাইকার। স্ট্রাইকার নিজে একজন সমকামী। ২০০৭ থেকে ২০১০ এর মধ্যে বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়া আরকাস ফাউন্ডেশনের অনুদানের পরিমাণ ৫৮.৪ মিলিয়ন ডলার। পরের ১২ বছরে সংখ্যাটা বেড়েছে আরো বহুগুণ। স্ট্রাইকারের সাথে অনেক দিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে আরেক সমকামী ধনকুবের টিম গিল। গিল, স্ট্রাইকার এবং তাদের ক্ষমতাবান বন্ধুরা মিলে এলজিটিবিকিউ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থাকে সব মিলিয়ে মোট ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান দিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ অনুদানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত এক নেটওয়ার্ক। আরকাস ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত বা তাদের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া সংস্থার মধ্যে প্রথমেই আসবে ইলগা (ILGA)-এর নাম। ১৬০টিরও বেশি দেশ মিলিয়ে

মোট ১৭০০টিরও বেশি সংস্থার সাথে কাজ করা এই এনজিও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টার পদমর্যাদা উপভোগ করে। আবার বাংলাদেশে যারা সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসার কাজ করছে তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করছে এই আন্তর্জাতিক এনজিও। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আছে বাংলাদেশীদেরও আনাগোনা।

অর্থাৎ নানান হাত ঘুরে স্ট্রাইকারদের দেওয়া অনুদানের ডলার আমাদের এ মাটিতেও সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডারবাদসহ নানা বিকৃতির প্রচার ও প্রসারে দেদারসে খরচ হচ্ছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা দেশীয় এনজিওগুলোর সাইটে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সাথে সম্পর্কের কথা খোলাখুলি বলা আছে, যে কেউ যাচাই করে নিতে পারেন। ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টরা পৌঁছে গেছে প্রধানমন্ত্রীর অফিসেও। ১০ই অগাস্ট, ২০২৩-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডার হো চি মিনের সাক্ষাৎ ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের জন্য আজকের দিনটি মাইলফলক বলে মন্তব্য করেছেন ট্রান্সজেন্ডার হো চি মিন ইসলাম। বৃহস্পতিবার (১০ আগস্ট) গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর হো চি মিন ইসলাম এক ফেসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে এ কথা বলেন। (সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডার হো চি মিনের সাক্ষাৎ, সময় নিউজ, অগাস্ট ১০, ২০২৩ https://www.somoynews.tv/news/2023-10-18/tHJZAs2H)। খুব শীঘ্রই ট্রান্সজেন্ডারবাদ সংসদেও পৌঁছে যাবে, আর তারপর রাষ্ট্রযন্ত্রের সুবাদে ঢুকে পড়বে ঘরে ঘরে, এমন আশঙ্কা এখন আর অমূলক মনে হবার কথা না।

উপসংহার

নতুন নতুন মোড়কে ধেয়ে আসা ফিৎনাকে চিনতে হলে অহি-র জ্ঞানে নিজেদের সমৃদ্ধ করার কোন বিকল্প নেই। যার ভিতরে শারঈ জ্ঞানের অভাব রয়েছে, সে খুব সহজেই চকটদার চিন্তাধারা ও মতবাদের টোপ গিলে ফেলে। মনে রাখতে হবে- বর্তমান সময়ে কাফের-মুসলিমদের সাথে আমাদের যে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সেটা হচ্ছে চিন্তার যুদ্ধ। আর এই চিন্তার যুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক আগেই তাদের হামলার শিকার হয়েছে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। সুতরাং নিজকে এবং নিজের পরিবারকে ফিৎনামুক্ত ও আল্লাহমুখী করতে হলে অবশ্যই ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষানীতিকে ব্যাপকভাবে চর্চা করতে হবে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ একটি মানসিক রোগ। সুতরাং নাটক, সিনেমা, মুভি এবং অসৎ সঙ্গের প্রভাবে কেউ যদি ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে মনে করে বা মেয়ে হয়ে নিজেকে ছেলে দাবী করে বসে, তবে তাকে দূরে না ঠেলে দেওয়া কর্তব্য। মনোরোগের চিকিৎসায় বহুল চর্চিত এবং প্রচলিত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি হল কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি [Cognitive Behavioral Therapy]। এই থেরাপির মাধ্যমে এই মানসিক সমস্যাকে দূর করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ। অভিশপ্ত এই মতবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সমাজদে সোচ্চার করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, এটা শুধু হুজুরদের বিষয় নয়, পুরো সভ্য জাতির জন্য এটা মারাত্মক একটি বিষয়। কারণ এই অভিশপ্ত মতবাদ একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে হুজুরদের পরিবারের তুলনায় নন-হুজুরদের পরিবারই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর কোনো সভ্য ব্যক্তি কখনোই চাইবে না, তার মেয়ের বেডরুম, টয়লেট ইত্যাদি কোনো ট্রান্স নামের অভিশপ্ত ব্যক্তি

শেয়ার করুক। তাই এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আমাদেরকে সজাগ হতে হবে। শহর-গ্রামে, পাড়া-বন্দরে, দোকানে-বাজারে সবার সাথে এই মতবাদের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করতে হবে। আজ যদি এটা করতে সক্ষম না হই, তাহলে আমাদের রেখে যাওয়া সন্তানদের ধ্বংসের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি।

ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে যারা সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডার অধিকারের পক্ষ নেয় তাদেরকে আমরা বলতে চাই যে, 'প্রাণী জগতে রেইপ বা ধর্ষণ একটি ন্যাচারাল বিষয় হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও আমরা যেকারণে ধর্ষণের বিরোধিতা করি, ঠিক একই কারণে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার ও সুরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে কথা বলি। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিনি এবং আমাদের এই দেহটাও মূলতঃ আমাদের নয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত আমানত। সুতরাং আল্লাহ যাকে পুরুষ হিসাবে বানিয়েছেন তাকে চিরকাল পুরুষ হিসাবে থাকতে হবে এবং আল্লাহ যাকে নারী বানিয়েছেন তাকে চিরকাল নারীই থেকে যেতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

'সৃষ্টি যার হুকুম ও বিধান চলবে তার (আ'রাফ ৭/৫৪)।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুমতি দান করুন। ট্রান্সজেন্ডারবাদের অসারতা ও এর ভয়াবহতা অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। বিশ্বের গোটা মুসলিম উম্মাহকে এর ভয়াল গ্রাস থেকে হেফাযত করুন। আর আমাদের দেশের দায়িত্বশীল মহলকে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন এবং ট্রান্সজেন্ডারবাদের মতো একটি

কুফরি ও অভিশপ্ত মতবাদকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখুন। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং যাবতীয় ফিৎনা থেকে নিরাপদ করুন- আমীন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

তথ্যসূত্র

- ✓ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডার হোচি মিনের সাক্ষাৎ, সময় নিউজ, ১০ই আগস্ট ২০২৪।
- ✓ https://islamqa.info/en/answers/138451
- ✓ ট্রান্সজেন্ডারবাদ : বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, মাসিক আল কাউসার, বর্ষ: ২০, সংখ্যা: ০২, https://www.alkawsar.com/bn/article/3553/
- ✓ ট্রান্সজেন্ডারবাদ : এক জঘন্য মতবাদ, মাসিক আত-তাহরিক, ফেব্রুয়ারী ২০২৪, সাময়িক প্রসঙ্গ, https://at-tahreek.com/article_details/11911
- ✓ আওয়ার ইসলাম, যেসব কারণে 'ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ সমাজের জন্য হুমকি, https://www.ourislam24.com/Report/article/46110/
- ✓ উইকিপিডিয়া।
- ✓ অবক্ষয়কাল : আসিফ আদনান, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ অধ্যায়, পৃ. ১৯।
- ✓ Trans inmate impregnated two other prisoners, The telegraph, 17th july 2022 (online).
- ✓ What does the `T' in LGBTQ mean? Gender identity and the transgender non binary communities. Writer clare Mulroy, USA Today, 29th March, 2023 (ভাবানুবাদ)।
- ✓ পুরুষের শরীরে নারী, ইউটিউব Think Bangla.
- ✓ বিবিসি নিউজ বাংলা, ৭ই মার্চ ২০২৩।
- ✓ The daily star, ২ আগস্ট ২০২১।
- ✓ যমুনা টিভি।
- ✓ কালের কণ্ঠ ২১ নভেম্বর ২০২২।

- ✓ [Incarcerated transgender woman Demi Minor impregnates two inmates at NJ prison, https://nypost.com/2022/07/16/transgender-woman-demi-minor-impregnates-two-inmates-at-nj-prison/
- ✓ Covid-19 frontline warrior: Nurse embraces trans-identity, Dhaka Tribune, July 2020.
- ✓ John F. Oliven, Sexual Hygiene and Pathology: A Manual for the Physician and the Professions (London: Pitman Medical Publishing Co., 1965).
- ✓ https://bangla.hindustantimes.com/nation-and-world/in-a-cheer-for-the-queer-cambridge-dictionary-uodates-definition-of-woman-31671014716183.html
- ✓ Cf. J. Herman et al., "2015 U.S. Transgender Survey," National Center for Transgender Equality, 99,100.
- ✓ Cf. I. Nolan et al., "Demographic and Temporal Trends in Transgender Identities and Gender Confirming Surgery," Translational Andrology and Urology, 8:3 (June 2019).
- ✓ James Shupe, "I Was America's First 'Nonbinary' Person. It Was All a Sham," Daily Signal (March 10, 2019), https://www.dailysignal.com/2019/03/10/i-was-americas-first-non-binary-person-it-was-all-a-sham/.
- ✓ Love of oneself as a woman." Ray Blanchard, "Gender Identity Disorders in Adult Men," in Clinical Management of Gender Identity Disorders in Children and Adults, ed. Ray Blanchard and B.V. Steiner (Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing, 1990): 49–75.
- ✓ এককালে ট্রল হওয়া এই ভাই-আপু এখন মিডিয়ার ব্যাপক প্রশংসায় ভাসছে, Bd news 27,১ জুলাই ২০২৩।
- ✓ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার আইন দ্রুত পাশ হবে 'সাম্প্রতিক দেশকাল, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩)।